তারিখ ... 12 JUL 2017
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 7 ...

প্রথম আলো

খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ

প্রথম আলো ডেস্ক ●

অবিরাম বর্ষণ ও উজানের ঢলে জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রামে গতকাল মঙ্গলবার বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। লালমনিরহাট, সিলেট ও মৌলভীবাজারে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। নীলফামারীতে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে, তবে তিস্তা নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

বন্যাদুর্গত বিভিন্ন এলাকায় ত্রাণ বিতরণ শুরু হলেও অনেক স্থানে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট দেখা দিয়েছে। বন্যার পানি ঢুকে পড়ায় অনেক এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় জামালপুরে বন্যা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হয়েছে। গতকাল বিকেল পাঁচটার দিকে যমুনার বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে পানি বিপৎসীমার ৭০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এতে ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলার লাখো মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। কয়েকটি সড়ক পানিতে ডুবে গেছে। সরিষাবাড়ীতে পানি বেড়ে ৩০টি গ্রামের ৭০ হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। বানভাসিদের ত্রাণ দেওয়া হয়নি। দুর্গত এলাকায় বিশুদ্ধ পানির সংকট দেখা দিয়েছে। বন্যার কারণে ২০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বন্ধ রয়েছে।

পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী রুহুল আমিন বলেন, ২৪ ঘণ্টায় যমুনা নদীতে আরও ১১ সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি পেয়ে গতকাল সন্ধ্যায় বিপৎসীমার ৪৭ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল।

জেলা ত্রাণ কর্মকর্তা শাহারুল মোহাম্মদ আবু হেনা বলেন, বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় ৭৫টি গ্রামের ১৩ হাজার ২২২ পরিবারের প্রায় ৬৫ হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। বাঁধে আশ্রয় নিয়েছে ৩ হাজার ৩৫৫টি পরিবার। শ্রেণিকক্ষে বন্যার পানি ঢুকে পড়ায় ৮২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ হয়ে পড়েছে।

সিরাজগঞ্জে যমুনার পানি বেড়ে বিপৎসীমার ৫২ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সদর উপজেলার ফুলঝোর গ্রামের ৪০টি বাড়িঘর নতুন করে ভাঙনের শিকার হয়েছে। এলাকার লোকজন সদ্য নির্মিত বাহুকার টুটুলের মোড় থেকে বাঁওখোলা সিংড়াবাড়ী বাঁধ রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে।

গাইবান্ধায় গত ২৪ ঘণ্টায় ১১টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে সাঘাটার জুমারবাড়ি, কামালের পাড়া ও ভরতখালি, সুন্দরগঞ্জের বেলকা, চণ্ডীপুর, শ্রীপুর, কাপাসিয়া ও শান্তিরাম, ফুলছড়ির কঞ্চিপাড়া এবং সদর উপজেলার ঘাঘোয়া ও গিদারি। এ নিয়ে ২৭টি ইউনিয়ন প্লাবিত হলো। এসব ইউনিয়নের প্রায় ৫০ হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। বন্যার পানি ওঠায় এ চারটি উপজেলার ৪২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা মো. ইদ্রিস আলী বলেন, দুর্গত এলাকায় গতকাল পর্যন্ত মোট ৯০ মেট্রিক টন চাল ও ছয় লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

কুড়িগ্রামে ৪৫টি ইউনিয়নের আড়াই লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। বন্ধ হয়ে গেছে ৮০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ভাঙনের মুখে পড়েছে ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। অনেক এলাকায় পানিবাহিত রোগ দেখা দিয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনো ত্রাণ সরবরাহ না করায় ভুক্তভোগীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

লালমনিরহাটে তিস্তা ও ধরলা নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। এ কারণে সদর, হাতীবান্ধা ও আদিতমারী উপজেলার নিম্নাঞ্চলের লোকজন পানিবন্দী রয়েছে।

নীলফামারীতে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও তিস্তা নদীর পানি বিপৎসীমার ১৪ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যায় ডিমলা ও জলঢাকার প্রায় ৩০টি গ্রামের ১০ সহস্রাধিক পরিবার বন্যাকবলিত হয়ে পড়েছে। গতকাল এসব গ্রামে পানি কিছুটা কমলেও দুর্ভোগ কমেনি।

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা এ টি এম আখতারুজ্জামান বলেন, ডিমলা উপজেলায় ২৫ মেট্রিক টন চাল, ৩৫ হাজার টাকা এবং জলঢাকা উপজেলায় ১৫ মেট্রিক টন চাল ও ১৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।

সিলেটে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। জেলা প্রশাসক মো. রাহাত আনোয়ার বলেন, সিলেটে একটু করে পানি নামতে শুরু করেছে। ধীরগতিতে পানি নামায় দুর্ভোগ রয়ে গেছে।

মৌলভীবাজারে পানি কিছুটা কমলেও বন্যা পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি। গতকাল পানি বাড়েনি, কমেওনি। এখনো বড়লেখা, জুড়ী, কুলাউড়া, রাজনগর ও সদর উপজেলার হাওর-সংলগ্ন এলাকার প্রায় তিন লাখ মানুষ পানিবন্দী আছে। বন্যাকবলিত এলাকায় অসুখ-বিসুখ বাড়ছে।

[প্রতিবেদনটি তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন বগুড়া, জামালপুর, সরিষাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, সিলেট ও মৌলভীবাজার প্রতিনিধি]